প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন**

বাস্তবায়ন কারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

১। নাম	মোঃ মামুন কবীর
২। পদবী	উপজেলা সমবায় অফিসার
৩। কর্মস্থল	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৪। ফোন	১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ ।
	২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ ।

প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সমবায় বিভাগ যে সমস্ত সেবা জনগণকে দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো সমবায় সমিতির নিবন্ধন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অপ্রতুলতা এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা গ্রহিতার অজ্ঞতা থাকার কারণে দালালের মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করে নেয়ার ফলে (ক) অধিক সময়, (খ) অপ্রত্যাশিত অর্থ ব্যয় এবং ১৫ থেকে ২০ যাতায়াত করে হয়রানী স্বীকার হন। অন্যদিকে দালালের মাধ্যমে রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করার ফলে সমিতি গঠনের শুরুতেই গণতান্ত্রিক/সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে গঠন না হওয়ায় সমিতিগুলো টেকসই হচ্ছে না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে "নিবন্ধন সহজীকরণ এবং টেকসই সমিতি গঠন" নামে একটি “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্দ্যোগে রংপুর বিভাগের "এসোড" ট্রেনিং সেন্টারে আমি ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহন করি। উক্ত কর্মশালায় আমার সমবায় বিভাগের সেবা সমূহ পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ের পঞ্চগড় সদর উপজেলায় যোগদানের পর অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই, পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মোট ৩১৪টি সমবায় সমিতির মধ্যে মাত্র ১৪৮টি কার্যকর। অর্থাৎ ৫৩% সমিতি অকার্যকর। আবার কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে টেকসই বা "এ" গ্রেডের সমিতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। এছাড়াও কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে হয়তো আগামী বছরে অনেকগুলো সমিতি অকার্যকর হয়ে যাবে। কাজেই কেন সমবায় সমিতিগুলো টেকসই হচ্ছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন অকার্যকর সমিতির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিবিড় আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলো জানতে পারি। তার মধ্যে একটি বাস্তব উধাহরন নিম্নে দেয়া হলো:

"একদিন সততা সমিতির ৩/৪**জন সদস্য স্থানীয় এমপিi নিকট ৫টন টি.আর অনুদানের জন্য আবেদনসহ উপস্থিত হন। তখন এমপি মহোদয় জানালেন তাদের সমিতিটি নিবন্ধন না হওয়ায় অনুদান দেয়া সম্ভব হবে না। এরপর** উক্ত অনুদান প্রাপ্তির জন্য **তারা দালালের মাধ্যমে ৩ মাস পর ২০ বার যাতায়াত করে (তাদের সমবায় সমিতি নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে) একটি কমোন ফরমেটে ২০,০০০.০০ টাকা খরচ করে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন করে নেন। কিন্তু ততদিনে এমপি মহোদয়ের অনুকুলে সব বরাদ্দ অন্যান্যদের দিয়ে শেষ করে ফেলেছেন। ফলে তাদের সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় সমিতিটি ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। নিবন্ধনের সময় সদস্যদের নিকট আদায়কৃত অবশিষ্ট ৩০,০০০.০০ টাকা ব্যবস্থাপনা কমিটির ২জন সদস্য আত্মসাত করেন।"**

প্রকল্প পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

ক) মাঠ পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অপ্রতুলতা থাকায় অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করা; (প্রতি উপজেলা/জেলায় ৯৯% ভাগ ক্ষেত্রে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র একজনের নিকট কক্ষিগত থাকে বিধায় তিনি রেকর্ডপত্রের মূল্য ১০ থেকে ১০০ গুন পর্যন্ত বেশী মূল্য নেন);

(খ) সমিতির উদ্দোক্তাগণের সমবায় আইন, বিধি, নিবন্ধন নীতিমালা এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে অজ্ঞতা থাকায় দালালের সহযোগীতা নেয়ার ফলে (ক) অধিক সময় ব্যয় হয় (১ থেকে ৩ মাস), (খ) অপ্রত্যাশিত অর্থ ব্যয় (বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৫,০০০.০০ থেকে ২০,০০০.০০ টাকা) (গ) অধিক যাতায়াত (১৫ থেকে ২০ বার) যাতায়াত করতে হয়;

গ) মধ্যসত্বভোগী/দালালদের দৌরাত্ব;

ঘ) সেবা গ্রহিতার সমবায় সংক্রান্ত প্রকৃত ধারনার অভাব;

(ঙ) পেশা অনুযায়ী সমিতির সদস্যগণ তাদের পেশার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়া;

(চ) সমিতি গঠনের শুরুতে গণতান্ত্রিক/সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহন মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন না হওয়া, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে তা নির্দিষ্ট না থাকা, সমিতির উপ-আইনে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সমূহ কতদিনে বাস্তবায়ন করবে তা নির্দিষ্ট না থাকা, উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সমিতির লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকা; এবং

(ছ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/জনপ্রতিনিধিদের সমবায় সমিতি সর্ম্পকে প্রকৃত ধারণা না থাকা।

প্রকল্পে গৃহীত সমাধান:

ক) সেবা গ্রহিতা কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার হতে অনলাইনে ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা স্ব-শরীরে উপজেলা সমবায় অফিসার বরাবর "নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষনের" জন্য আবেদন করা;

খ) প্রাপ্ত আবেদন মোতাবেক উপজেলা সমবায় অফিসার টেলিফোনে সমিতির পেশা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়াম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উদ্দ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের দিন ধার্য করে সকলকেই টেলিফোন ও পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা;

গ) প্রশিক্ষণের নির্ধারিত দিনের শুরুতেই সমিতির শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পেশার সরকারী কর্মকর্তা (কৃষি, প্রাণী সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভাগের কর্মকর্তা) কর্তৃক সমিতির সদস্যদের পেশাগত সমস্যার উপর পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ঘ) নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করে উপস্থিত সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে এবং উদ্দেশ্য সমূহ কতদিনে বাস্তবায়ন করবে, লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্দিষ্ট করা এবঙ সমিতির রেকর্ডপত্র প্রস্তুতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঙ) সমিতি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেকর্ডপত্র উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে দাখিল;

চ) উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক সরকারী কর্মসূচী আওতাভুক্ত সমিতি ১ থেকে ২ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান এবং ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;

ছ) অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ জেলা সমবায় কার্যালয়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রেরণ এবং জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান। এরপর ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

সমগ্র পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০(দশ)টি ইউনিয়ন ব্যাপী।

প্রকল্পের উপকার ভোগীঃ

১. উপকারভোগী কারাঃ ৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

২. সংখ্যাঃ ২৪২৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ।

৩. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ

অত্র প্রকল্পের ২৪২৬ জন সুবিধাভোগী মধ্যে ৪৭০ জন মহিলা রয়েছেন, যারা সমিতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এরমধ্যে সমিতির প্রকল্পে প্রায় ২০০জন মহিলার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মা ও শিশু বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

নির্ধারতি পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ। নির্ধারিত পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এটি চলমান থাকবে।

সমাধানের প্রভাব মূল্যায়ন (TCV মূল্যায়ন) :

বিষয়	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
সময় (T)	৩০ থেকে ৯০ দিন	১ থেকে ৫ দিন
খরচ (C)	২০,০০০/- থেকে ৪০,০০০/- টাকা	৩৪৫.০০ টাকা
যাতায়াত (V)	১০ থেকে ১৫ বার	১ বার

ইনোভেশন বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার কতটুকু সময়, খরচ ও যাতায়াত কমেছে

সময়	খরচ	যাতায়াত
২৯ থেকে ৮৫দিন কম	১৯৬৫৫/- থেকে -৩৯৬৫৫ টাকা কম	৯ থেকে ১৪ বার কম

অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল	অর্জিত ফলাফল
এ ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের সময় অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল চিহ্নিত করা হয়নি	➢ **নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষনের ফলে সর্বনিম্ন ৪৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৪১ জন কৃষক তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ এবং বিনামূল্যে মেডিসিন/তিল/টমোটো চারা ও অন্যান্য সামগ্রী পেয়েছেন।** ➢ **সমিতির সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত শস্য সমিতির মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে বিক্রি করায় বর্তমানে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।** ➢ **নিবন্ধনের পূর্বে সর্বমোট ২৪২৬ জন কৃষক নিজেদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহন করায় (২৪২৬জন X ৩০০.০০ টাকা) =৭,২৭,৮০০.০০ টাকা করে সমবায় বিভাগের অনুরুপভাবে কৃষি বিভাগের ৭,২৭,৮০০.০০ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।** ➢ **সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০ জন প্রকল্পের কাজ করার জন্য প্রায় ২০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে ৪০০/৫০০ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।** ➢ **সমিতির অফিস ঘরসহ অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে।** ➢ **যেখানে বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার ৩১৪টি নিবন্ধিত সমিতির বছরে ৫০/৬০ জন সদস্য প্রশিক্ষন পান, সেখানে অত্র প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ২৪২৬জন সদস্যই সমবায় কি? সমবায় আইন, বিধি ও সমিতি পরিচালনার নিয়মাবলী সর্ম্পকে অবহিত হয়েছেন।**

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে।

২। কোন প্রকার সম্মানী প্রদান না করে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধিদের নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত করে সেবা গ্রহিতাকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে;

৩। সরকারী ও স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে:

ক) নিজেই সেবা গ্রহিতার আবেদন প্রস্তুত করে দিয়েছি;
খ) ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন ব্যাবহার করেছি;
গ) ব্যক্তিগত মটরসাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম ব্যবহার করেছি;
ঘ) ব্যক্তিগত অর্থে ব্যানার প্রস্তুত, সমিতির রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং রেকর্ডপত্র ক্রয় করে সেবা গ্রহিতাকে বিনামূল্যে সরবরাহ করেছি;

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

অংশীজন	ভূমিকা
১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা;
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা;
৩। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতিটি ০১(এক) কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের আশ্বাস ও নিবন্ধন প্রদান;
৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যভুক্ত কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান ও বিনামূল্যে কীট নাশক সরবরাহ করা;
৫। উপজেলা প্রকৌশলী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির দ্রুত বাঁধ ও অফিস নির্মাণের সমস্যার উপর সমাধান করা;
৬। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের হাঁস, মুরগী, গুরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা;
৭। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের মৎস্য চাষ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা;
৮। পাট অধিদপ্তর	প্রতি সমিতিকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে পাট বীজ সরবরাহ করা;
৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের মা, শিশু ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সমস্যার উপর সমাধান;
১০। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রস্তাবিত সমিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রত্যয়ন ও অন্যান্যা সাহায্য প্রদান;
১১। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্দ্যোক্তা।	নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন জন্য আবেদন প্রস্তুত ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;

প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের ঝুকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
১। স্থানীয় দালালের দৌরাত্ব	১। নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় সেবাগ্রহিতাকে সরাসরি ইনোভেশন প্রকল্পের দলনেতার সাথে যোগাযোগ করতে হয় বিধায় দালালের কাছে গিয়ে কোন লাভ হয়নি; ২। ইনোভেশন প্রকল্পের দলনেতা কর্তৃক সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং বিনামূল্যে রেকর্ডপত্র সরাসরি সেবাগ্রহিতাকে সরবরাহ করা হয় বিধায় বর্তমানে কেহ দালালের কাছে যেতে চায় না; ৩। নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জেলা সমবায় অফিসারসহ সমবায় বিভাগের নিবন্ধন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকে বিধায় দালালগণ এখানে কোন সুযোগ পায়নি।
১। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নিবার্হী অফিসার, বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও সম্মানী সংক্রান্ত	ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে।
২। মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম, ব্যানার, নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং বিনামূল্যে রেকর্ডপত্র সরবরাহ	১। ব্যক্তিগত মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম ব্যবহার করা হয়েছে। ২। নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ব্যক্তিগত ল্যাপটপে কাজ করে অফিসের প্রিন্টারে প্রিন্ট দেয়া হয়েছে; ৩। ব্যক্তিগত অর্থে ব্যানার প্রস্তুত এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ক্রয় করে সমিতিকে বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে।
৩। মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম	ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছে।
৪। প্রশিক্ষণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে সকল সদস্যদের স্থান সংকুলান।	প্রশিক্ষণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে সকল সদস্যের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুম, স্কুলের মাঠ ব্যবহার করা হয়েছে।
৫। সদস্যদের আপ্যায়ন ও সম্মানী	যেহেতু নিজেদের প্রয়োজনে সমিতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, সেহেতু সদস্যগণ আপ্যায়ন ও সম্মানী দাবী করেন নি। বরং স্বর্তস্ফুতভাবে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছে।
৬। সহকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব	ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে।

টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

১) ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা বাস্তবিক অর্থে অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর হতে প্রতি বছর নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষনের বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর হতে উক্ত প্রশিক্ষণ বরাদ্দ আদেশের মধ্যে "নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য উক্ত বরাদ্দ হতে খরচ করা যাবে" মর্মে একটি লাইন উল্লেখ করলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে।

২) সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান বাধ্যতামুলক করে একটি সার্কুলার জারী করা;

৩) তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/সমবায় অধিদপ্তর/স্থানীয় জেলা প্রশাসন/উপজেলা পরিষদ এর এডিপি হতে মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিষ্টেম সরবরাহ করা;

৪) যেহেতু বর্তমান সরকারের উদ্দ্যেশ্য হলো জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানো। সেহেতু নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তার বিভাগের সেবা সম্পর্কিত সমস্যার উপর সমাধান দিলে সমবায় বিভাগের সেবার পাশাপাশি অন্য একটি বিভাগের সেবা পাওয়ায় জনগণ আরো বেশী উপকৃত হবে। সে লক্ষ্যে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে পত্র দেয়া;

প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়: এ প্রকল্প থেকে অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)

ক) প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের ১% থেকে ৫% সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বাকী ৯৯% থেকে ৯৫% সদস্য স্থানীয় সমবায় অফিসে এসে অধিক সময়, অর্থ ও যাতায়াত করে সমিতি পরিচালনার জন্য সমবায় আইন, বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে জেনে যান। সে ক্ষেত্রে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন দিলে সমিতির সকল সদস্যই প্রশিক্ষণ পাবে এবং সমিতি পরিচালনার বিষয়ে অজ্ঞতা থাকবে না। ফলে প্রকৃত সমবায় চর্চা হবে। কাজেই নিবন্ধনের পূর্বেই সমবায় সমিতিগুলো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশী, নিবন্ধনের পরে নয়।

খ) <u>এ প্রকল্প থেকৈ অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)</u>

যে পেশাজীবি সমিতি হচ্ছে, সেই পেশার সদস্যগণ তাদের পেশার সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবা থেকে বেশী সংখ্যক সেবাগ্রহিতা তাদের সমস্যা উপর সমাধান থেকে বঞ্চিত থাকেন। সেক্ষেত্রে সেবাগ্রহিতাগণ স্থানীয় কম বিশেষজ্ঞ এর স্মরনাপন্ন হয়ে ভুল পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় ক্ষতি গ্রস্থ হন। সে ক্ষেত্রে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সেই পেশার একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ তাদের পেশার উপর প্রশিক্ষন দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবার বিষয়ে আলাদা কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হবে না। এতে করে একই সময়ে এবং একই খরচে ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে সেবাগ্রহিতার ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের সেবার নিতে সময়, ব্যয় ও যাতায়াত সাশ্রয় হবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে সমিতিগুলো টেকসই হবে। জনসেবায় নতুন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

<u>বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য? হলে, কীভাবে)</u>

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। এ ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হলে সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য হবে:

ক) প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী করা;

খ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;

গ) সকল জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদের ০১(এক) দিনের কর্মশালা আয়োজন করা;

<u>মন্তব্য:</u>

অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে, ব্যক্তিগত অর্থ ব্যাবহার এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহিতার দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান আয়োজন করায় একদিকে সেবাগ্রহিতার সময়, ব্যয় ও যাতায়াত দৃশ্যমান সাশ্রয় হয়েছে। অন্যদিকে একই অনুষ্ঠানে অন্য সরকারী বিভাগের সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া সমিতিগুলো টেকসহ হওয়ায় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রয় করায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন ।

<u>প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ</u>

১। কাশিমপুর বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন নং-৪০,
তারিখ: ১০/৫/১৫

বাধটি নিমার্ণ হলে প্রায় ৭০০ একর জমি স্বল্প মূলে সেচ সুবিধা পাবে এবং বাধ এলাকায় মৎস্য চাষ করে সমিতির সদস্যগণ উপকৃত হবেন।

বতর্মানে ১(এক)জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বাঁধটি নির্মাণ হলে আরো ৫ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট প্রশ্ন করছেন সমিতির সদস্য

উপজেলা প্রকৌশলী সদস্যের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর দিচ্ছেন

কৃষি অফিসারকে প্রশ্ন করছেন সমিতির সদস্য

কৃষি অফিসার সদস্যের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর দিচ্ছেন

বিনা মূল্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরবরাহ (ডিসিও)

কাশিমপুর বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন দেয়ার দিনে নিজেই সমিতিতে গিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

২। গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন নং-৪১,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ২জনের এবং টমেটো সংগ্রহ ও প্রসেস করার ১৩৭ (একশত সাইত্রিশ) জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে টমেটো বিক্রি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

সমিতির উৎপাদিত গ্রীস্মকালীন টমেটো

সমিতির উৎপাদিত গ্রীস্মকালীন টমেটো

সমিতির অফিস ঘর

বিনামূল্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরবরাহ (ইউএনও এবং ডিসিও)

টমোটো প্রসেসিং ও কর্মসংস্থান

টমোটো প্রসেসিং ও কর্মসংস্থান

<u>গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লি:</u>
নিবন্ধনের পর সমিতিতে গিয়ে সার্টিফিকেট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র প্রদান

নিবন্ধনের পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

৩। হাড়িভাসা ইউনিয়ন পানচাষী কৃষক সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন নং-৪২,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ১জনের এবং পান সংগ্রহ ও প্রসেস করার ৩০ জনের কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পান বিক্রি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

সদস্যদের উৎপাদিত পানের ছবি

সদস্যদের উৎপাদিত পানের ছবি

সমিতির অফিস ঘরের ছবি

বিনা মূল্যে সমিতিকে রেকর্ডপত্র সরবরাহ

<u>হাড়িভাসা ইউনিয়ন পানচাষী কৃষক সমবায় সমিতি লি:</u>

নিবন্ধন দেয়ার দিনে নিজেই সমিতিতে গিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

৪। কৃষ্টি কৃষক সমবায় সমিতি লি:

নিবন্ধন নং-৪৩,
তারিখ: ১৮/৫/১৫

বতর্মানে সমিতির জন্য ৫জনের এবং তিল সংগ্রহ ও প্রসেস করার প্রায় ৪০/৫০ জনের কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে চীনে এ পর্যন্ত ১৮০০ মে:টন তিল রপ্তানি করায় সদস্যগণ ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন। এছাড়াও সমিতি একটি ওয়েব সাইড ও ফেসবুক রয়েছে। সদস্য ভর্তি ও হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়ার প্রস্তুতের কাজ চলছে।

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান

কৃষি অফিসারসহ তিল ক্ষেতে পরিচর্যা

কৃষিঅফিসার সহ তিল ক্ষেতে পরিচর্যা

সমিতির তিল মেশিন

সমিতির অফিস ঘর

সদস্যদের বিনামূল্যে তিল বিতরণ

বিনা মূল্যে সমিতিকে রেকর্ডপত্র সরবরাহ

কৃষ্টি কৃষক সমবায় সমিতি লি: নিবন্ধন দেয়ার দিনে নিজেই সমিতিতে গিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান

সমিতির নিজস্ব ব্যান্ডের তিলের বস্তা যা ইতোমধ্যে চীনে ৯২০ মে:টন রপ্তানী করা হয়েছে।

সদস্যদের উৎপাদিত তিল প্রোসেসিং

সমিতির তিল রপ্তানী প্রক্রিয়া কারখানা

তিল রপ্তানীর ডেলিভারী নেয়ার জন্য
চীন দেশের প্রতিনিধি

সমিতির www.kristee.org নিজস্ব ওয়েব সাইড উদ্বোধন করেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।